দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 27 OCT 2010
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৩

স্কুলে জাতীয় সঙ্গীত ও পতাকা

আমাদের ছাত্রবেলায় ক্লাস শুরু হওয়ার আগে এ্যাসেম্বলী হতো। তখন জাতীর অহঙ্কার জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সঙ্গীত গাইতাম। এভাবে প্রতি দিন নিয়মকানুন মেনে আমরা ক্লাসে ঢুকতাম। আজ দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বাংলাদেশের অনেক স্কুল-মাদ্রাসায় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় না। এ্যাসেম্বলী হওয়া দূরের কথা, এমনকি জাতীয় পতাকাও উত্তোলন করা হয় না। খোঁজখবর নিলে অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ ধরনের চিত্র দেখতে পাওয়া যাবে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ বিষয়টির প্রতি কি কোন দিন তদারকি করেছে? আমাদের সন্তানদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা কেমন করে জাগ্রত হবে- তা নিয়ে ভাবতে হবে। শিক্ষার্থীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। যারা শিক্ষা দেবে সে সব শিক্ষক ও স্কুল পরিচালনা কমিটি কোনো অংশে কম দায়ী নয়। মনে রাখতে হবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও জাতীয় সংস্কৃতি মূল চেতনার বীজ বপন হয়ে থাকে জাতীয় সঙ্গীত গেয়ে।

অনেক স্কুলে দেখেছি জাতীয় পতাকা একবার উত্তোলনের পর মাসের পর মাস সেই অবস্থায় পড়ে থাকে। রোদে-বৃষ্টিতে জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে অবহেলায় পড়ে থাকে। সামান্য টাকা খরচ করে স্কুলগুলো একটি নতুন জাতীয় পতাকা তৈরি করে না। এ কেমন অবজ্ঞা? শিক্ষার্থীরা কী শিখছে? দেশকে কেমন করে জানবে। কেজি স্কুলগুলোতে এই অবজ্ঞার আরও ভয়াবহ চিত্র দেখতে পাবেন। আগে এ অবস্থা ছিল না। এখন এসব দেখতে পাচ্ছি। একজন শিক্ষক আমাকে বলেছেন এ্যাসেম্বলী করা হলে, জাতীয় সঙ্গীত গাইলে সময় নষ্ট হয়। এবার দেখুন কেমন শিক্ষক এরা! অবজ্ঞার একটি সীমা থাকে। জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করা রীতিমতো অপরাধ। ভাল শিক্ষক ও শিক্ষা আমরা পেয়েছি। আমাদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা তেমনই জেগে উঠেছে। তাই মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার পক্ষে সব সময় সোচ্চার। এই শিক্ষা স্কুল থেকে আমার পেয়েছি। শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে মনিটরিং করতে হবে যাতে স্কুলগুলোতে নিয়ম মেনে এ্যাসেম্বলিতে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া হয় এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রতিটি জেলার জেলা প্রশাসককে এই বিষয়টি নিয়ে মনিটরিং করলে সুফল পাওয়া যাবে। মনে রাখতে হবে শিশু মন থেকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিকশিত করতে না পারলে ভবিষ্যতে তারা স্বাধীনতাবিরোধী অপশক্তির শিকার হবে। বাধ্যতামূলকভাবে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়ার মাধ্যমে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করতে হবে। কোন অবজ্ঞা নয়।

মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির
দক্ষিণ মধ্যম হালিশহর, চট্টগ্রাম